সংবাদ

তারিখ ... AUG 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিতে কোরিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি দল

ফারহাদ হোসেন রুবেল

কোরিয়ায় কাদো নামে একটি সংগঠন রয়েছে, যা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য সেসব দেশে স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কাদোকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে কোরিয়ার আইসিটি মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও কাদো থেকে প্রতি বছর ২-৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠানো হয়। সম্প্রতি কাদোর এমনই একটি স্বেচ্ছাসেবক দল ঢাকার মোমেনবাগের দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান করছে।

এ দলটির সদস্য সংখ্যা ৪। এরা হলেন উই ইয়াং চু, জং উক জো, হি উং ইউ এবং সাং মিন মক। এদের মধ্যে ৩ জন ককমিউ ইউনিভার্সিটি এবং একজন চুনবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন। তারা প্রায় ১ মাস এখানে অবস্থান করবেন।

দলটি ভার্সিটির বিবিএ, সিএসই, ল' এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সাধারণ কর্মকর্তাদের 'মাল্টি মিডিয়া প্রেজেন্টেশন'র ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা 'মাল্টি মিডিয়া প্রেজেন্টেশন'র এ কোর্সে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এবং ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশের সাহায্যে কীভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরি এবং তাতে স্থির ছবি, অডিও ও ভিডিও ক্লিপ যোগ করা যায় তার ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ ধরনের প্রেজেন্টেশন ব্যবসা ও আইটিবিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপনার জন্য বেশ সহায়ক। তাছাড়াও ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশের সাহায্যে এনিমেশন ও কার্টুন তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হচ্ছে।

দলের প্রধান উই ইয়ং চু *সংবাদ প্রতিনিধির* সঙ্গে বাংলাদেশ ও কোরিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রসহ অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করেন।

চু-এর মতে, বর্তমানে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো খুবই খারাপ। এখানকার ইন্টারনেটের গতি খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, আমরা কোরিয়াতে ২ ঘণ্টার একটি মুভি মাত্র ৪০ মিনিটে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে পারি। আর এখানে একটি ছোট জেপিজি ফরম্যাটের ফাইলও এটাচ করতে অনেক সময় লেগে যায়। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, এ দেশের মানুষের আগ্রহ আছে; কিন্তু তাদের আগ্রহের মাত্রা আরও বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন, আমরা মনে করি, ইন্ডাস্ট্রি বিপ্লবের মতো তথ্যপ্রযুক্তিও একটা বিপ্লব। এর সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী হলো ভারত, পাকিস্তানসহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এসব দেশের মানুষ যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং এরা কম পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশকে সফলতা অর্জন করতে হলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতকে অনুসরণ করতে হবে। তাদের আছে ভাল দক্ষতা, সস্তা পারিশ্রমিক এবং ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষমতা। এসব গুণ অর্জন করতে পারলে বাংলাদেশ অবশ্যই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

কোরিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে দলনেতা চু বলেন, আমরা এর সাহায্যে বাসায় বসে অফিসের কাজ করি, কেনাকাটা করি এবং এমনকি ক্লাসের লেকচারেও অংশগ্রহণ করি। আমি মনে করি, অনলাইন শিক্ষা একটি বড় ইন্ডাস্ট্রি হয়ে উঠবে। এ ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক বাসায় বসেই লেকচার দিয়ে থাকেন। ছাত্রছাত্রীও তাদের বাসায়, সাইবার ক্যাফেতে, এমনকি রাস্তা থেকে লেকচার ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটির প্রভাষিকা শায়লা রহমান বলেন, কোরিয়ার এ দলটি শুধু প্রযুক্তিগত জ্ঞানই প্রদান করছে না, পাশাপাশি কোরিয়ার ভাষা শেখাচ্ছে, মুভি দেখাচ্ছে এবং সে দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরছে। তারাও বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃত ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছে। এভাবে কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এ দলটি।

উল্লেখ্য, তারা আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে।